গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ

এবং

প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০২৩ - জুন ৩০, ২০২৪

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
কর্ম সম্পাদনের সার্বিক চিত্র	৩
প্রস্তাবনা	৪
সেকশন ১: রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি	৫
সেকশন ২: বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রভাব	৬
সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	৭-৯
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ	১০
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকের পরিমাপ পদ্ধতি	১১
সংযোজনী ৩: অন্য অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	১২
সংযোজনী ৪: মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	১৩-১৪
সংযোজনী ৫: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	১৫
সংযোজনী ৬: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	১৬
সংযোজনী ৭: সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	১৭
সংযোজনী ৮: তথ্য অধিকার বিষয়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	১৮

কর্ম সম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

সাম্প্রতিক বছর সমূহের (৩বছর) প্রধান অর্জন সমূহ

নারায়ণগঞ্জ জেলায় পল্লী ও পৌর এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহ এবং স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন কার্যক্রম নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় এবং উপজেলা পর্যায়ে সহকারী / উপ-সহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়। বিগত ৩ (তিন) বছরে এই জেলায় বিভিন্ন প্রযুক্তির ১৩০০০ টি পানির উৎস স্থাপন, ০৮ টি উৎপাদক নলকূপ স্থাপন, ১৫ কিঃমিঃ বিভিন্ন ব্যাসের পাইপ লাইন স্থাপন, ২ টি ভূ-গর্ভস্থ পানি শোধনাগার, ১ টি উচ্চ জলাধার, পল্লী এলাকায় ২৪টি পাবলিক/কমিউনিটি টয়লেট এবং পৌর এলাকায় ২৯ টি পাবলিক/কমিউনিটি টয়লেট নির্মানের মাধ্যমে সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতি বছর মার্চ মাসে বিশ্ব পানি দিবস এবং অক্টোবর মাসে স্যানিটেশন মাস উদযাপনের মাধ্যমে জেলাবাসীকে উন্নত স্যানিটেশন ও সু-স্বাস্থ্য বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জ সমূহ

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার প্রধান চ্যালেঞ্জ হল অর্জিত অগ্রগতির স্থায়ীকরণ ও কার্যকারিতা বৃদ্ধিকরণ। এই চ্যালেঞ্জ উত্তরণের জন্য প্রয়োজন পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন খাতকে পৃথক সেক্টর হিসেবে স্বীকৃতি ও বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান পূর্বক পৃথক বাজেট বরাদ্দ করন। সামগ্রিক কাজের মনিটরিং ও মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজন সর্বজনীন কভারেজ সংজ্ঞায়িতকরণ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষন। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়/সমস্যা হল এইখাতে অপ্রতুল বাজেট বরাদ্দ। তাছাড়া এই অঞ্চলে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে চলে যাওয়া, খড়া মৌসুমে পানির স্থিলিতল নিচে চলে যাওয়া, পানি স্তর না পাওয়া, মাত্রাতিরিক্ত লবন, আর্সেনিক ও আয়রন ইত্যাদি কারনে পানির উৎস স্থাপন একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

তারাবো, কাঞ্চন, ঘোড়াশাল, শিবপুর ও রায়পুরা প্রতিটি পৌরসভা সহ জেলার প্রতিটি উপজেলা পর্যায়ে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বেশ কিছু ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রয়েছে যেমন প্রতি ৫০ জনের জন্য একটি পানির উৎস স্থাপন, ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির যথাযথ ব্যবহার এবং সংরক্ষন, জেলার প্রতিটি ইউনিয়নে পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম স্থাপন। স্বাস্থ্য সম্মত উন্নতমানের ল্যাট্রিনের কভারেজ বৃদ্ধিকরণ এবং নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহের কভারেজ শতভাগে উন্নীতকরণ।

২০২২-২৩ অর্থ বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জন সমূহঃ

- পল্লী ও পৌর এলাকায় বিভিন্ন ধরনের পানির উৎস স্থাপন - ১০১৪ টি
- পল্লী এলাকায় উৎপাদক নলকূপ স্থাপন- ০৩টি
- গ্রামীণ পাইপড ওয়াটার স্কিম নির্মাণ-০৩টি
- পল্লী এলাকায় উচ্চ জলাধার নির্মাণ- ০৩টি
- পল্লী এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট স্থাপন - ৫০ টি
- পরীক্ষাগারে পরীক্ষিত পানির নমুনা - ১০১৪টি
- পৌর এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানি শোধনাগার- ১টি
- উপ-সহকারী প্রকৌশলীর অফিস আপগ্রেডেশন - ২ টি

প্রস্তাবনা

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ জেলা

এবং

প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

এর মধ্যে ২০২৩ সালের জুন মাসের তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন: